121

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 06 DEC 1997
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

রাঃ বিঃ পুলিশ ছাত্র লীগকে প্রতিষ্ঠার ইজারা নিয়েছে!

বিরোধী সংগঠনের ছাত্রদের হাত, পা, চোখ বেঁধে অমানবিক নির্যাতন চালানো হচ্ছে

কামরুজ্জামন কোরবান ঃ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকায় ব্যাপক প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে পুলিশ কর্তৃক সংবিধান এবং মানবাধিকার লংঘনের। সাম্প্রতিক ঘটনাবলী ও পুলিশ প্রশাসনের আচরণ দেখে জনমনে এই প্রশ্ন ব্যাপকভাবে দানা বেঁধে উঠেছে যে, সরকারী ছাত্র সংগঠন ছাত্র লীগকে প্রতিষ্ঠা করতে রাজশাহীর পুলিশ কি ইজারা নিয়েছে?

অভিযোগ উঠেছে, ছাত্র লীগকে প্রতিষ্ঠা করতে পুলিশ এখন ছাত্র লীগের প্রতিপক্ষ হিসেবে অপরাপর ছাত্র সংগঠনকে টার্গেট করেছে। ছাত্র লীগ পেরে উঠছে না বলে পুলিশ ইতোপূর্বে দূরবর্তী থেকে সহযোগিতা দিলেও এখন প্রকাশ্য ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি সংগঠনের নেতা-কর্মীদেরকে দেখামাত্র গ্রেফতার করতে উদ্যোগী হয়েছে। গ্রেফতার করে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে অধিক সময় থানায় রেখে ক্ষমতার অপব্যবহার ও মানবাধিকার লংঘনের মাধ্যমে হাত, পা, চোখ বেঁধে বৈদ্যুতিক শক দিয়ে বিচারের পূর্বেই অত্যাচার চালাচ্ছে। গত ২৪ নভেম্বর সরকারী ছাত্র সংগঠন ছাত্র লীগ নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ক্যাম্পাস ও হলে মিছিল করলে উত্তেজনা দেখা দেয়। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আহবানে সাড়া দিয়ে শিবিরের রাঃ বিঃ সেক্রেটারী ও জোহা হলের সাবেক এজিএম মাইনুল ইসলাম ক্যাম্পাসে গেলে সরকারী ছাত্র সংগঠনের সন্ত্রাসীরা পুলিশের সহায়তায় তাকে মারাত্মকভাবে আহত করে। পুলিশ এ সময় সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের পরিবর্তে মাইনুল ইসলামকেই গ্রেফতার করে এবং বাংলাদেশ সংবিধানের ৩৩(২) অনুচ্ছেদ এবং মানবাধিকার লংঘন করে গ্রেফতারের ৪২ ঘন্ট পরে আদালতে পাঠানো হয় বলেও অভিযোগ করেছে। অভিযোগে বলা হয়, গ্রেফতারের অনেক পরের ঘটনাতেও তাকে আসামী করে মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশের হাতে বন্দী থাকা অবস্থায় কোনো ঘটনায় কাউকে দায়ী করাও মানবতাবিরোধী বলে উল্লেখ করা হয়। জানা গেছে, প্রায় দেড় মাস আগে কারাবন্দী অনেকের নামেও সাম্প্রতিক ঘটনার জন্য দায়ী করে মামলা করার ঘটনা পুলিশের হিংস্রতা ও আক্রমণাত্মক ভূমিকারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। গ্রেফতারকৃতদেরকে দফায় দফায় রিমান্ডে নেয়া হচ্ছে। রিমান্ডের নামে শারীরিক ও মানসিকভাবে পঙ্গু করে ফেলার জন্য অহেতুক এই রিমান্ডে নেয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। চিকিৎসা মৌলিক অধিকার হলেও রিমান্ডে চরম অসুস্থ হয়ে পড়লেও তা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। সরকারী ছাত্র সংগঠনের হামলায় মারাত্মক আহত আঃ সালাম ও আবুল হাসানের হাত, পা, চোয়াল এবং মুখের ৮টি দাঁত ভেঙ্গে গেছে। হাসপাতালে তাদেরকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে। ফলে উন্নত চিকিৎসা ব্যাহত হচ্ছে। অভিযোগে বলা হয়, পুলিশ তার দায়িত্ব পালনের পরিবর্তে সন্ত্রাসীদের প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করে ২৫ নভেম্বর রাতে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড পরিচালনার সুযোগ দিয়ে ব্যক্তির জীবন ও সম্পত্তির ক্ষতি সাধন করে। যা সংবিধানের ৩১ অনুচ্ছেদের প্রত্যক্ষ লংঘন। অন্যায় ও জবরদস্তির বিরুদ্ধে প্রত্যেক নাগরিকের প্রতিবাদ জানানোর সাংবিধানিক অধিকার রয়েছে। পুলিশ শিবিরের মিছিল-মিটিং দেখামাত্র চড়াও হচ্ছে। যা মৌলিক অধিকার হরণের শামিল এবং সংবিধানের ৩৭ অনুচ্ছেদের সুস্পষ্ট লংঘন। পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, রাষ্ট্র নির্ধারিত দায়িত্ব পালনের পরিবর্তে রাজশাহীর পুলিশ প্রশাসন সুস্পষ্টভাবে বাংলাদেশের সংবিধান লংঘন করে চলেছে। অভিযোগ উঠেছে, পুলিশ বাংলাদেশ সংবিধান সংরক্ষণের পরিবর্তে সংবিধানের ৩১, ৩৩ ও ৩৭ অনুচ্ছেদ আংশিক বা পূর্ণভাবে লংঘন করে রাষ্ট্রদ্রোহিতার পরিচয় দিচ্ছে।

এদিকে রিমান্ডে রাখা ছাত্রদের উপর অমানুষিক নির্যাতন চালানোর অভিযোগ পাওয়া গেছে। চরম শীতের মধ্যেও তাদেরকে শীতবস্ত্র দেয়া হচ্ছে না। অনাহারে রাখা হচ্ছে। তাদের স্বজনরা শীতবস্ত্র দিতে গেলেও ফেরত দেবার অভিযোগ পওয়া গেছে। গ্রেফতারকৃতদের স্বজনদের বলা হচ্ছে, এটা শ্বশুরবাড়ী নাকি ইত্যাদি অশালীন ও অমানুষিক কথাবার্তা বলছে। পরীক্ষা থাকা সত্ত্বেও অনেকে মুক্তি পাচ্ছে না। ফলে অভিভাবকরা অনেকেই চরম উদ্বিগ্নতায় ভুগছেন। অপরদিকে পুলিশের অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ এবং প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা কামনা করে শিবিরের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার কাছে একান্ত আবেদন করা হয়েছে বলে সূত্র জানায়।